যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শেকৃবি শিক্ষার্থীদের সংকট কাটছে না

শেকৃবি প্রতিনিধি

দেশের কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম বিদ্যাপীঠ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী আবাসন, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও নানাবিধ সংকটে দিনাতিপাত করছে দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় ধরে। কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এসব সমস্যা যেন স্থায়ী রূপ নিয়েছে। শিক্ষা পদ্ধতি আর গবেষণার প্রয়োজনে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই সাধারণত হলে থাকতে হয়। আর সঙ্গত কারণেই শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য রয়েছে মাত্র একটি আর ছাত্রদের জন্য রয়েছে তিনটি হল। এসব হলে ধারণ ক্ষমতার দুই-তিন গুণ অধিক শিক্ষার্থী অবস্থান করছেন। ছাত্রী হলের করুণ অবস্থার কথা নিজেই বর্ণনা করলেন হলের প্রভোস্ট। একাধিক ছাত্রী জানান, এক সিটে দুই-তিন জন করে থাকছেন তারা। হলের ডাইনিং আর মেঝেতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থান করে অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন ইতিমধ্যে। অপরদিকে অধিক-সংখ্যক ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির নতুন ভবনটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে গত এক বছর ধরে। ছাত্রদের হলেও আবাসন সংকট রয়েছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা হলটি এখন প্রায় বসবাসের অনুপযোগী। জীর্ণ প্রায় অবস্থার সে হলে গাদাগাদি করে অবস্থান করছে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। এসব সমস্যা নিয়ে একাধিকবার আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা নতুন দুটি হলের আশ্বাস পায়। তৈরিও হয় হল দুটি তবে শিক্ষার্থীদের ভাগ্য বদল হয়নি। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে যাওয়ার প্রায় একমাস সময়কাল অতিবাহিত হলেও হল-সিট বণ্টনের কোনো উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের। প্রয়োজনীয় খাদ্য আর বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। লাইব্রেরিতে অবস্থানরত দুই শতাধিক ছাত্রীর খাবার খেতে যেতে হয় অন্য হলে। এদিকে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই সিরাজুদ্দৌলা হলের ছাত্রদের জন্য। দূষিত পানি পান করে অনেক ছাত্র পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে হর-হামেশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়াটি বন্ধ হয়ে আছে তিনমাস। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অধ্যয়নরত প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীকে পোহাতে হচ্ছে চরম ভোগান্তি। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মাঠ থাকলেও তা খেলাধুলার অযোগ্য মাঠটি।